নকিয়া অ্যান্ড্রয়িড স্মার্টফোন

নাফিস রহমান

নকিয়া কোম্পানি যে মাইক্রোসফট কিনে নিয়েছে, সে খবর আমরা কম-বেশি সবাই জানি। তবে সবচেয়ে অবাক করা যে বিষয়টি টেক বিশ্বকে মোটামুটি নাড়িয়ে দিয়েছে, সেটি হলো নকিয়া বাজারে নিয়ে আসছে অ্যান্ড্রয়িড স্মার্টফোন।

কিছুটা চমকে গেছেন? আসলে ব্যাপারটি অনেকটা এমনই, কারণ সবাই জানেন মাইক্রোসফটের নিজস্ব মোবাইল ওএস আছে, তা সত্ত্বেও কেনো এই সিদ্ধান্ত? ম্যাশঅ্যাবলের প্রতিবেদন– মাইক্রোসফটের কাছে মালিকানা হস্তান্তরের আগেই অ্যান্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেমের স্মার্টফোন বাজারে ছাড়তে চেয়েছিল নকিয়া। এজন্য ফক্সকনের কাছ থেকে ১০ হাজার ইউনিটের অর্ডারও দিয়েছে!

তবে মাইক্রোসফটের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়ার ঘটনায় নকিয়ার সে অ্যান্ড্রয়িড প্রজেক্ট আলোর মুখ দেখবে– এমন ধারণা করা হয়েছিল, তবে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি স্পেনের বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস উপলক্ষে 'এক্স', 'এক্স প্লাস' ও 'এক্স এল' নামে অ্যান্ড্রয়িডের কাস্টমাইজড সংস্করণের তিনটি ফোন উন্মুক্ত করেছে নকিয়া।

সাশ্রয়ী দাম আর নকিয়ার গুডউইল– এ দুটি ব্যাপার পুঁজি করে পথ চলা শুরু করছে নকিয়ার অ্যান্ড্রয়িড স্মার্টফোন। তবে প্রথমে সবচেয়ে বড় যে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবেন ব্যবহারকারীরা তা হলো গুগল প্লেস্টোরের অনুপস্থিতি। অ্যান্ড্রয়িডনির্ভর হলেও এই ফোনগুলো থেকে গুগল প্লেস্টোরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না। নকিয়া এক্স সিরিজের ডিভাইসে ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমকে 'নকিয়া এক্স ওএস' বলে পরিচিত করছে ফিনিশ কোম্পানিটি এবং নকিয়া ও মাইক্রোসফট মিলে তাদের এই অ্যান্ড্রয়িড ডিভাইসের জন্য নিজস্ব অ্যাপস স্টোর বানানোর কথা ভাবছে।

নকিয়া এক্স ফোন রুট করে তাতে 'গুগল অ্যান্ড্রয়িড' ব্যব হারে সফল হয়েছেন স্পেনের ডেভেলপার কাশা মালাগা। কয়েক দিন আগে এক্সডিএ ডেভেলপার ফোরামে পাঁচটি পর্যায়ে এই রুট প্রক্রিয়াটিকে তিনি বর্ণনা করেছেন। এক্সডিএ ডেভলপার ওয়েবসাইটের ভিজিট করে সহজ পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করুন। এরপর নকিয়া এক্স স্মার্টফোনেও গুগল প্লেস্টোরসহ গুগলের অন্যান্য অ্যাপ চালাতে পারবেন। তবে রুট করার ফলে ব্যবহারকারীরা প্রস্তুতকারকের দেয়া বিক্রিপরবর্তী সেবা থেকে বঞ্চিত হবেন এবং রুট করার প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আপনার প্রিয় অ্যান্ড্রয়িড ডিভাইসটি।

অ্যান্ড্রয়িডচালিত হলেও উইন্ডোজ ফোনের ইউজার ইন্টারফেসের মতো আবহ পেতে রাখা হয়েছে হোম টাইলস ডেকোরেশন আর নকিয়ার চিরাচরিত গ্লান্স স্ক্রিন। ফোন তিনটির হোম স্ক্রিন উইন্ডোজ ফোনের সাথে সাদৃশ্য রেখে তৈরি হয়েছে এবং আকারে নকিয়ার এক্স এল স্মার্টফোনটির ডিসপ্লে পাঁচ ইঞ্চি এবং এক্স ও এক্স প্লাস মডেল দুটির ডিসপ্লে চার ইঞ্চি। প্রাপ্য কনফিগারেশন থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনটি ফোনেই মোটামুটি ডুয়াল সিম, লেটেস্ট ভার্সন কিটক্যাট ৪.৪.২, ৫ মেগা পিক্সেল ক্যামেরা, ১ গিগাহার্টজ ডুয়াল কোর প্রসেসর, ৪ জিবি স্টোরেজ, এডনো ২০৩ জিপিইউ, ৫১২ থেকে ৭৬৮ মেগাবাইট র‍্যাম থাকছে।

স্মার্টফোনটির সাথে স্কাইপ, আউটলুক, হিয়ার ম্যাপস, মিক্সর ঢাডিও প্রভৃতি অ্যাপ বিল্টইন থাকবে। স্ট্যান্ডবাই টাইম হচ্ছে ১৭ দিন এবং মিউজিক প্লেব্যাক পাবেন টানা ২৬ ঘণ্টা পর্যন্ত আর ভিডিও প্লেব্যাক পাবেন ৮.৪ ঘণ্টা। এর বডি উন্নতমানের প্লাস্টিক দিয়ে বানানো। এর পেছনের দিকে রাবারের প্রলেপ থাকায় পেছনের দিকটা দেখতে আকর্ষণীয় ও স্ক্যাচ পড়ার সম্ভাবনাও কম। লাল, সবুজ, হলুদ, কালো ও সাদা পাঁচটি রংয়ে এই ফোন এখন আপনার হাতের কাছেই পাওয়া যাচ্ছে।

মোটামুটি এন্ট্রি লেভেলের এসব স্মার্টফোন বাজারে ফ্ল্যাগশিপ স্ট্যাটাসও নেবে না। বাজারে আসার আগেই এই নকিয়া এক্স সিরিজ হিট করার আভাস দিচ্ছে। চীনে ইতোমধ্যে এই সেটগুলোর ১ মিলিয়ন (১০ লাখ) ইউনিট প্রি অর্ডার প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ এক্স প্লাস ও এক্স এল মডেল দুটির দাম হবে যথাক্রমে প্রায় ১০ হাজার ৬০০ ও ১১ হাজার ৭০০ টাকা। আর নকিয়ার এক্স স্মার্টফোনটির দাম হবে ৯ হাজার ৫০০ টাকা।

দেখা যাক নকিয়ার এই পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ নকিয়াকে কতটা ব্যবসায় সফল করে। তবে নকিয়ার মতো টেক জায়ান্টের অ্যান্ড্রয়িডপ্রীতি যে গুগলের এই ওস-কে আরও জনপ্রিয় করবে সেটাই সবার কাম্য কজ

ফিডব্যাক : nafisrahman2012@gmail.com